হেমলতা নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত।

কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে
শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিক্রমসিংহ	চিতোরের রাজা।
তেজসিংহ	উদয়পুরের রাজা।
সত্যসখা	চিতোরের সৈনিক পুরুষ।
দেবদাস	বিক্রমসিংহের মন্ত্রী।
নরহরি	উদয়পুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহের মন্ত্রী।
মনোহর	বিক্রমসিংহের অনুগৃহীত ব্যক্তি।
বীরেন্দ্রসিংহ	বিক্রমসিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ।
জয়রামসিংহ	একজন সেনাপতি।
হরিহর	বিক্রমসিংহের রক্ষক।

পারিষদ, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

তারাদেবী	বিক্রমসিংহের পত্নী।
কমলাদেবী	উদয়পুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহের পত্নী।
হেমলতা	বিক্রমসিংহের কন্যা।
সুহাসিনী, প্রমদা	হেমলতার সখী।
লক্ষ্মী	বৃদ্ধা পরিচারিকা।

হেমলতা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, রাজ-ভবনের পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমির উপরে বৃক্ষশ্রেণী।

প্রমদার প্রবেশ।

প্রম। পাখী সব নিস্তব্ধ—আমি কেন নীরব থাকব? একটী গান গাই। গ্রীষ্মের প্রভাবে তরুলতা সব অবসন্ন হয়ে পড়েছে—আমি গানদ্বারা বসন্তকে কল্পনার সম্মুখে আবির্ভূত করি, কারণ বাস্তবিক কষ্ট অপেক্ষা কাল্পনিক সুখ ভাল।

গীত।

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল আড়াঠেকা।

বসন্ত করিছে ভবে প্রেম সুখ বিতরণ,
মধুময় শোভাময় হল ভূতল গগণ।
কোমল পত্র-বসনে, উজ্জল-ফুল-রতনে, সুশোভিত বিভূষিত
হল বন উপবন।
সুরঞ্জিত শাখাপরে, কিবা নৃত্য গীত করে, সুচিত্র বিহঙ্গগণ,
প্রফুল্ল করি ভুবন।

উদ্যান কাননান্তরে, সরসী নদী সাগরে, কিবা রঙ্গে খেলা করে,
সুখময় সমীরণ।

এখন যাই দেখিগে, হেমলতার ব্রতের উদ্যোগ হল কি না ? [প্রস্থান।

হেমলতা ও সুহাসিনীর প্রবেশ ও বৃক্ষমূলে উপবেশন।

সুহা। চুল এসে কপালে পড়েছে, তুলে দি—হয়েছে। গ্রীষ্মেতে তোমার মুখখানী লাল হয়ে পড়েছে।

হেম। বাতাস আর তেমন গরম লাগ্‌ছে না, এখন রোদের দিকে চাওয়া যায়। সখি ! দুপর বেলা আমরা ঘরের মধ্যে চারি দিকের দুয়োর দিয়ে থাকি, দাসীরা পাখার বাতাস দেয়, তবু যেন আপাদ মস্তক পুড়ে যায়। কেমন করে লোকে তখন বাইরে বেরোয় ?

সুহা। যাদের না বেরুলে চলে না তারাই বেরোয় ?

হেম। প্রমদা বলছিল, সে দিন একজন বিধবা স্ত্রী একটী ছেলে কোলে করে দুপর বেলা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল। স্ত্রী লোকটীর কথা ছেড়ে দেও, ছেলেটী কেমন করে এই দারুণ রোদ সহ্য করলে ? আমরা এত বড় হয়েছি আমরাই পারি নে, সে তো ছেলে মানুষ।

সুহা। দুঃখের অবস্থায় সবই সহ্য হয়। সংসারে যে কত দীন দুঃখী আছে, যাদের কষ্টের পার নাই।

হেম। টাকা কড়িতে কাজ কি যদি তার দ্বারা দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা না যায় ? আমি সে কথা মাকে বলেছিলাম, মা সম্মত হয়েছেন। ব্রত শেষ হবার পর দিন নগরের সমুদায় দরিদ্র-বালক-বালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করে নূতন কাপড় পরিয়ে ভাল করে আহার করাব।

সুহা। বেশ বেশ !

হেম। আমি স্বহস্তে পরিবেষণ করব।

সুহা। স্বয়ং অন্নপূর্ণা নিরন্নকে অন্ন দেবেন। রাজমহিষী আর মহারাজকে সেখানে থাকতে বলও, দেখে তাঁদের আহ্লাদের সীমা থাকবে না।

(উভয়ের দণ্ডায়মান হওয়া।)

হেম। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া।) ঐ না সত্যসখা ?

সুহা। সত্যসখাই বটে। সত্যসখা বাস্তবিক একটী বীরপুরুষ।

হেম। তার আর সন্দেহ কি ? সে দিন এক ভাব আজ এক ভাব, সমুদ্র এখন স্থির হয়েছে, ঐ এক হাতে দশ হাতের বল প্রকাশ হয়েছিল।

সুহা। এক দল সৈন্য এক দিকে, আর একা এক দিকে, তবু ভাবে কি কাজে একটু ভয় প্রকাশ পায় নি।

হেম। সখি ! মনে বড় আশঙ্কা হয়েছিল এত বীরত্ব নিষ্ফল হবে আর ঐ শরীর শেষে মাটীতে লোটাবে। কিন্তু ভগবান আপনিই বীরের সহায়।

সুহা। দেখেছ একটি লোকও সাহায্য করতে এগুল না।

হেম। তবুও শত্রুগণ শেষে পরাস্ত হল। আমার মনে যে কি আনন্দ হল বলতে পারি নে, আমিই যেন যুদ্ধ জিতলেম। (সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি ও অজ্ঞাতসারে অঙ্গুরীয় খোলা।)

সুহা। কে না বীরের পক্ষপাতী ? তুমি যেন এইরূপ একটি স্বামী পাও, পরমেশ্বর তাই করুন।

হেম। বল না কেন 'আমি পাই'।

সুহা। তুমি পেলে আমি পাই, সুখ পাই। জান না কি তোমার সুখে আমার সুখ ? সখি, সত্যসখার মত সুন্দর পুরুষ কখনও দেখেছ ?

হেম। আমি এমন বীরত্ব কখনও দেখিনি।

সুহা। কিন্তু রূপ গুণ একত্র হলে সোণায় সোহাগা। এ দিকে আসছে, বীরের আকৃতি, বীরের গতি, যেন মূর্ত্তিমান বীরত্ব।

সত্যসখার প্রবেশ। হেমলতা ও সত্যসখার পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি এবং হেমলতার ত্রস্ততা প্রযুক্ত অঙ্গুরীয়ের সত্যসখার সম্মুখে পতন।

সুহা। আংটী পড়ে গেল।

হেম। এ যা ! আপনিই পড়ে গেল।

সত্য। (অঙ্গুরীয় হস্তে তুলিয়া।) রাজনন্দিনি ! আংটী ধরুন। আপনাদের

কাজেই আমার আনন্দ, সকল কাজেই আমি মহারাজের দাস।

সুহা। হেমলতা! নেও, হাত বাড়িয়ে নেও।

সত্য। এই হীন ব্যক্তি হাতে করে তুলে দিচ্ছে বলে কি আপনি বিরক্ত হলেন?

হেম। (সুহাসিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া।) না—না—তাও—কি হতে—পারে?

সত্য। আপনকার মহৎ অন্তঃকরণে তা সম্ভব নয়। নিন।

সুহা। নেও না, দোষ কি?

হেম। (হস্ত প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার ফিরাইয়া লইয়া।) বীরবর—সখি! উনিই এটি নিন।

সত্য। আপনাদের এ হীনের প্রতি যে কৃপা আছে, তাহাই যথেষ্ট।

হেম। আংটীটে গ্রহণ করুন—সখি!

সুহা। রাজকন্যার মুখে তোমার প্রশংসা ধরে না; ইনি তোমার গুণের একান্ত পক্ষপাতী।

হেম। (আস্তে) ওকি?

সুহা। তারই চিহ্ন স্বরূপ তুমি এটী নেও।

সত্য। রাজকন্যার ইচ্ছে মান্য করতে হবে। (অঙ্গুরীয় লইয়া চিন্তায় নিমগ্ন ভাবে গমন। সত্যসখা ও হেমলতার পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি।

[সত্যসখার প্রস্থান।

হেম। সখি! চল যাই, ব্রতের সময় হয় নি? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ দৃষ্টি ও পতনোন্মুখ হওয়া।)

সুহা। পড়েযাচ্ছিলে! এই যে প্রমদা।

প্রমদার পুনঃপ্রবেশ।

প্রম। তোমাদের এখানে কিসে ভুলিয়ে রেখেছে? ব্রতের উদ্যোগ কখন হয়ে গেছে। হেমলতাকে কেন চিন্তিত দেখছি? ভাবনার কারণ তো কিছুই নাই।

হেম। কই, আমি ভাবিত হব কেন ? চল চল ব্রতের বিলম্ব হচ্ছে।

প্রম। আমি এলেম তাই হুঁস হল।

চেতনেতে অচেতন,
প্রেমে টানে যার মন।

হেম। চল চল চল।

প্রম। হেমলতা ! মাথাটা একটু নিচু কর। (গলদেশে মালা দেওয়া।) আহা ! কেমন দেখাচ্ছে। আমার সখী যেন একটি বিদ্যাধরী। (হেমলতার মুখের দিকে দৃষ্টি) আমায় দেখে লজ্জায় মাথা নোয়ালে কেন ? আমি তো পুরুষ নই।

হেম। চল চল চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মনোহরের শয়নাগার।

মনোহর আসীন, হরিহরের প্রবেশ।

মনো। দ্বার বন্দ করে এস।

হরি। মহাশয় এখনও নিদ্রা যান নাই। মনে করেছিলাম আমার বিলম্ব দেখে আপনি নিদ্রা গেছেন।

মনো। তুমি যখন আসবে কথা আছে, তখন আসবেই, আমি তোমার অপেক্ষায় জাগ্রত আছি। সকলে নিদ্রিত, আমিই জাগ্রত। এখন এই স্থান গোপনীয় কথা বলবের উপযোগী, কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না, যদি সর্ব্ব-সংগোপনকারী অন্ধকারের শ্রবণ শক্তি না থাকে। মাহারাজের পত্র পেয়েছি।

হরি। কি লিখেছেন ?

মনো। এত দিনে বুঝি যত্ন সফল হয়। লিখেছেন বারই বৈশাখ

রাজধানী হতে যাত্রা করবেন, কোথায় যাবেন কি জন্য যাবেন কেহই জানতে পারবে না, পরে হঠাৎ নগর আক্রমণ করবেন।

হরি। প্রকাশ্য যুদ্ধ অপেক্ষা হঠাৎ আক্রমণ অধিক ফলদায়ক, যদিও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

মনো। হল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তায় ক্ষতি কি? ধর্ম্ম নাম মাত্র, মূর্খেরা তার বশবর্ত্তী হয়ে বিপদে পড়ে, চতুর লোকে তা উল্লঙ্ঘন করে সম্পদ লাভ করেন।

হরি। যথার্থ কথা।

মনো। নগর তো আক্রমণ হল। মহারাজ একটি আজ্ঞা করেছেন, সেটি করতে পারলে সহজ কর্ম্ম আরও সহজ হয়। ঝড় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে বৃক্ষের প্রধান মূলটী ছেদন করা চাই। বুঝতে পেরেছ?

হরি। আপনার বলবের পূর্ব্বে বুঝেছি। আপনাকে বাঁচিয়ে সেটী করা কঠিন।

মনো। কঠিন বটে, অসম্ভব নয়। তোমার সেটী করতে হবে, কারণ তুমিই সেটী করতে পার।

হরি। সুযোগ পেলে মহানন্দের সহিত আমি তা করতে পারি।

মনো। সুযোগ ব্যতীত একাজ হতেই পারে না। বৃহৎ কার্য্য সুযোগ ব্যতীত করতে নাই। আমি সুযোগ করে দেব, তুমি স্বকার্য্য সাধন করবে। প্রস্তুত থাক।

হরি। এক মাত্র পুত্র বিদেশ হতে আসছে শুনে পিতা যেমন তাকে আলিঙ্গন করবের জন্য প্রস্তুত থাকেন, আমিও সেইরূপ প্রস্তুত রইলেম—

মনো। হরিহর! তিন বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ তেজসিংহ চিতোররাজের সঙ্গে সন্ধি করেন তার মর্ম্ম এখন বুঝতে পারলে?

হরি। পূর্ব্বে অনুদিত সূর্য্যের আলো দেখিতে পেয়েছিলেম, এখন স্পষ্ট করে তার দর্শন পেলেম।

মনো। আমি তিন বৎসর বিক্রম সিংহের সরকারে রয়েছি, আমি চিতোরের পরম বন্ধু, একি কেউ সন্দেহ করে?

হরি। কোন চিতোরবাসী সন্দেহ করে না।

মনো। আমি তিন বৎসরে একটী দুটী করে তিন শত রণ-নিপুণ যোদ্ধা চিতোর সৈন্যভুক্ত করেছি, মহাবীর প্রভুভক্ত জয়রাম সিংহ তাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছে। আমিই এ সব করেছি, কেউ কি তা জানতে পেরেছে ?

হরি। কোন চিতোরবাসী তা জানে না। আমাকে মহারাজের রক্ষক করেছেন এটা উল্লেখ করলেন না কেন ?

মনো। আমি, তুমি, জয়রাম সিংহ ও তিন শত যোদ্ধা বিক্রম সিংহের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, এতে কি কারও সংশয় আছে ?

হরি। কোন চিতোরবাসীর সংশয় নাই।

মনো। নগর আক্রান্ত হলে এদের সাহায্যে মহারাজ কি জয়লাভ করতে পারবেন না ?

হরি। নিশ্চয়ই !

মনো। জয়লাভ হলে আমাদের উভয়ের লাভের সীমা কি ? এখন, হরি-হর ! বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন করতে পারলে হয়।

হরি। আমি কুঠার হাতে করে দাঁড়িয়েছি, আপনি আজ্ঞা দিলেই হয়।

মনো। যাও, হরিহর ! রাত্রি অনেক হয়েছে, আজ দ্বাদশী, চন্দ্র অস্ত গিয়েছেন। প্রভুভক্তি দেখাতে পিছপাও হইও না।

হরি। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মনো। আমার নিজের কার্য্য দেখেই নিজেরই বিস্ময় জন্মে। আমি বিক্রম সিংহের প্রধান প্রিয়পাত্র হয়েছি। (ঈষৎ হাস্য) মন্ত্রীর তাইতে ঈর্ষা জন্মেছে। ভাল , কিন্তু তিনি অতলস্পর্শ সাগরের তলস্পর্শ করতে পারেন নাই, পারবেনও না। চারিদিক পরিষ্কার, কোন দিকে মেঘ নাই—হঠাৎ ঝড় আরম্ভ হবে আর বৃক্ষ ভূশায়ী হবে।

বলেতে অসাধ্য যাহা, সাধ্য শঠতায়—
শত শত নমস্কার শঠতা তোমায়।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।
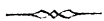
চিতোর, রাজ-ভবন, অন্তঃপুর।

হেমলতা আসীন। লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ও নাতিন!

হেম। কি?

লক্ষ্মী। মিতিন, তোর দিব্বি, বড় এক আহ্লাদের কথা আছে, শুনে খুসী হবি।

হেম। কি কথা, বুড় দিদি?

লক্ষ্মী। আমি আর কিছুই চাইনে নাতিন, একবার বল তুই আমায় ভাল বাসিস, তা হলে বলব এখন।

হেম। আমি তো তোকে ভালবাসি।

লক্ষ্মী। এ যে বাক্যি না মধু, আমায় কিনলি, চিরকালের তরে কিনলি।

হেম। বুড় দিদি, তোকে আমি মনের সঙ্গে ভালবাসি।

লক্ষ্মী। তা হবে না! কেমন মানুষের মেয়ে। তোর বাপ—আমারও বাপ, যখন কেবলি পাঁচ বছর, তখন আমার কাছে রাত দিন থাক্‌ত, আমার যেন এক খান অঙ্গ হয়েছিল, ভুলেও একবার মায়ের নাম করত না। যাক, কি বল্‌ছিলাম—মনে হয়েছে, সে বড় মজার কথা। শোন, ঐ কার বাড়ী—কি মিশ্রি?

হেম। সনাতন মিশ্রি?

লক্ষ্মী। যাক, সেই মিশ্রির বাড়ী এক দৈবজ্ঞি এসেছিল। জানিস তো ভাই তোর ভাল হবে শুনতে আমার কতখানি ইচ্ছে।

হেম। তা বেশ জানি, বুড় দিদি।

লক্ষ্মী। আমি জিজ্ঞাসলেম—তোর কেমন বর হবে?

হেম। এই তোর কথা!

লক্ষ্মী। শোন্ না কি উত্তর দিলে, শুনলে তোর সর্ব্বাঙ্গ জুড়াবে এখন। বলব? না। রাগ করলি বোন? না আশা দিয়ে নিরাশ করতে নেই। ও বললে কি? রাজকন্যা রাজপুত্র পাবে, সুন্দরী মহাবীর পাবে, ধনে পুত্রে সুখী হবে। জিজ্ঞাসলেম—বিয়ের দেরি আছে? বললে সাত সাতে যদ্দিন হয় তারই শেষ দিনে দুই হাত একত্র হবে। মনের মত কথা হয়েচে কি না?

হেম। বুড় দিদি, তুই আজ ব্রতের সময় কোথায় ছিলি?

লক্ষ্মী। মিশ্রির বাড়ী ছিলাম। তুই সাত সাতে কদিন পরে এই স্বর্ণপুরী আঁধার করে যাবি। আমি কেমন করে থাক্‌ব? ধড়ে প্রাণ থাকবে না। ও নাতিন, বল্ আমায় সঙ্গে নে যাবি। ছেলে পুলে নেই, তুই আমার সব। একবার বল্—নে যাবি?

হেম। মিছে বকিস কেন?

লক্ষ্মী। তবে কি নে যাবি নে? হা কপাল! (কপালে করাঘাত) তুই ছাড়া আমার কেউ নাই নাতিন। (রোদন)

হেম। বুড় দিদি, কেঁদে ফেললি?

লক্ষ্মী। বল্ আমায় সঙ্গে নে যাবি?

হেম। হবে।

লক্ষ্মী। বেঁচে বত্তে থাক নাতিন! তোমার মাথার সিন্দুর অক্ষয় হক, স্বোয়ামির সোহাগের পুতুল হয়ে থাক। আমি এখন যাই।

হেম। এস গে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) দৈবজ্ঞ বলেছে রাজপুত্র, এ যে সৈনিক পুরুষ—কপালে কি আছে? মন ধায় এক দিকে, বিধি নে যান আর এক দিকে। আমার একি হল? মনের ইচ্ছে নিজে জানতেই লজ্জা হচ্ছে—(করতলে কপোল রাখিয়া বিমর্ষ ভাবে উপবেশন)

সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। সখি, এ ভাব কেন ? সর্ব্বাঙ্গ স্থির, চোখ যেন মাটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। কি হয়েছে বোন ?

হেম। সুহাস, কিছু নয়।

সুহা। কিছু নয় !

হেম। না কিছু নয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

সুহা। তোমার কিছু নয়েতেই যে কিছু আছে। আমার কাছে কত গোপন রাখবে ? বল দেখি সত্যসখাকে দেখে তোমার হাতের আংটী পড়ে গেল, সে কি কিছু নয় ?

হেম। (সলজ্জভাবে) আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি।

সুহা। তাইতেই তো জিজ্ঞাসা করছি, ওকি কিছু নয় ? নিস্তব্ধ রইলে কেন ? উত্তর দেও। সখি, এত কাল তোমার মন আমার ছিল, আমার মন তোমার ছিল। এ কি মিছে কথা ? এখন এমন কেন ? বল ইচ্ছে করলেও কি মনের কথা আমার কাছে গোপন রাখতে পারবে ? মন সকল সময়ে ভিতরে থাকে না। সময়ে সময়ে আপনিই বেরিয়ে পড়ে। তোমার মন যে এখন তোমার মুখে।

হেম। সখি, তোমার পায়ে ধরি ক্ষান্ত হও।

সুহা। বল সখি, তোমার মনের কথাটী বল। একি, চোক ছল ছল করে কেন ?

হেম। সখি, তুমি যে মনে দাবানল জ্বেলে দিলে। কি বলব, বলতে জানিনে, বলতে পারিনে।

সুহা। প্রাণের হেমলতা, মনে মনে বলাও যা, আমার কাছে বলাও তা।

হেম। (সুহাসিনীর গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) বলতে পারিনে বোন, বুক চিরে দেখ, সেখানে কি হচ্ছে।

সুহা। (অঞ্চল দ্বারা হেমলতার চক্ষের জল মুছিয়া) স্থির হও, স্থির হও। মনের বেদনার ভাগ আমায় দেওনা বোন, তার অর্দ্ধেকে আমার

অধিকার আছে। তোমার কোমল হৃদয় সবখানি কেমন করে বহন ক-রবে ?

হেম। (সুহাসিনীর গলা ধরিয়া) তুমি আমার হৃদয়ে থাকবার জিনিষ, তোমাকে বলব না আর কাকে বলব ? বোন, আমার মনের গতি যে আমি আপনিই বুঝতে পারছি নে। মন যে কেমন করে, তাই এমন হয়েছে।

সুহা। বোঝা গেছে, আর বলতে হবে না। আমিও তাই গোড়াগুড়ি মনে করেছিলাম। যখন তুমি সেই বীর পুরুষকে—আবার মাথা নোয়ালে কেন ?

হেম। সখি, সুধুই দুর্ব্বলতা দিয়ে বিধাতা স্ত্রীলোকের মন গড়েছেন, ছেলের আগে স্ত্রীলোকের মন ভোলে। সখি ! এ কি হল ?

সুহা। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার আমার ক্ষমতা থাকত, সেই সুপুরুষকে তোমার করে দিতে পারতেম। সত্যসখা তোমার তুল্য গুণ-বতী রমণীর অনুরাগের যোগ্য। কিন্তু সখি ! চাতক আকাশের জল পান করে, পৃথিবীর জল তার জন্য নয়। তুমি রাজকন্যা, সে এক জন সৈনিক পুরুষ।

হেম। সুহাস, আমার সামান্য ঘরে জন্ম হত।

সুহা। তুমি বীরকুলের অলঙ্কার, সে জন্য আক্ষেপ করা উচিত নয়—এ কি ? তরবার এখানে কেন ? এ সত্যসখার নয় ? লুকুতে চেষ্টা করছ কেন ? এ সত্যসখারই তরবার।

সুহা। হেমলতা, সত্যসখাও তোমাতে অনুরক্ত সন্দেহ নাই।

হেম। তা কি—হবে ?

সুহা। যার আকর্ষণে তোমার আংটী পড়েছিল, তারই আকষর্ণে তরবারও পড়ে ছিল।

হেম। পুরুষের মন অবলার মনের মত দুর্ব্বল নয়।

সুহা। তরবার রেখে যাওয়া না হৃদয় রেখে যাওয়া। সখি,এতো এখানে রাখা উচিত নয়, সত্যসখার ইহা এখনই প্রয়োজন হবে। আমাকে দেও,দিয়ে আসি।

হেম। তুমি যাবে? যেও না।

সুহা। যেতে হবে বই কি, তরবার দিয়ে আসা চাই, নিশ্চয়ই সত্যসখা অস্ত্রের জন্য অস্থির হয়েছে। অস্ত্র দিয়ে তাকে নিরুদ্বেগ করে আসি।

হেম। যাচ্ছ? যাও, আমার কথা তাকে কিছু বলও না।

সুহা। বলব না?

হেম। না—না—না, আমার মাথা খাও, তোমার হাতে ধরি, পায়ে ধরি, বলও না। বল, বলবে না।

সুহা। তুমি নিষেধ করছ, তখন বলব না।

হেম। বলবে না?

সুহা। না।

হেম। না?

সুহা। না। তিন সত্যি না করালে বুঝি হয় না? দেও।

হেম। নে যাবে সখি, নে যাবে? (সজল নয়নে তরবারির প্রতি দৃষ্টি)

সুহা। সখি, দেও।

হেম। সখি, নে যাবে? (কান্দিতে কান্দিতে) নে যাবে, নে যাবে? (তরবারি হৃদয়ে স্থাপন)

সুহা। সখি, এ বীর পুরুষের বীর তরবার, তোমার হৃদয়ে থাকবার উপযুক্ত। এখন দেও, তোমার চক্ষের জল শুদ্ধ এই তরবার নে যাই। এই বীর তরবারে তোমার চক্ষের জল এর অপেক্ষা তোমার সুহাসের কাছে আর কি প্রিয়তর হতে পারে? (তরবারি গ্রহণ) আমি তরবার দিয়ে আসি।

[সুহাসিনীর প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) আমার কি দশা হয়েছে? কেন নিষেধ করলেম? মনে যা হয় মুখে তা আসে না। ফিরে ডেকে বলি। (প্রকাশে) সুহাস, সুহাস, শোন।

সুহাসিনীর পুনঃপ্রবেশ।

সুহা। কি বল?

হেম। এমন কিছু নয়। তুমি আমার কথা তাকে কিছু বল না।

সুহা। তাতো বলেছি। [প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) বলতে যাই এক কথা বলে ফেলি আর এক কথা। আর একবার ডাকি, এবার বেহায়া হয়ে বলব। সুহাস, সুহাস, চলে গেছে। হা! তিন সত্যি কেন করালেম, তা নইলে আপনিই বলত।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী সুরটমোল্লার, তাল আড়াঠেকা।

সুমন্দ হিল্লোলে আজি প্রেম-সমীর বহিল।
খেলিছে মালতী সনে দেখি হৃদয় মোহিল।
বিধাতা হইও সহায়, যেন হেন লতিকায়, ছিন্ন ভিন্ন নাহি করে,
অনিল হয়ে প্রবল।

হেম। আহা কি মধুর! কিন্তু আমার মনের দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল। আমারও কি এই দশা হবে? না হয়েছে? তারও কি মনে এমন হয়েছে? সে অনুরাগী বিশ্বাস হয় না। সুহাস প্রবোধ দিলে শুধু। সে পুরুষ, সে বীর, সে আমার মত অজ্ঞান নয়। সে তরবার ফেলে গেছে, তাতে বড় কিছু প্রকাশ পায় না।

প্রমদার প্রবেশ।

প্রম। কি প্রকাশ পায় না?

হেম। প্র—ম—দা?

প্রম। বুঝেছি। আমি তোমার প্রেমের কাহিনী সব শুনেছি। কাল বিকালে বুঝি ব্রত ফেলে এই করছিলে?

হেম। শুনেছ বোন, কাউকে বলও না। তোমায় বলতে তো হত।

প্রমদা, তুমি বড় খোলাখালা লোক, তুমি জানলে আর সুহাসিনী জানলে, আমার মাথার দিব্যি আর কাউকে বল না।

প্রম। রাজমহিষীকে বলতে হবে, আর কাউকে বলব না।

হেম। মাকে বলবে, ছি! মা কি মনে করবেন? বলও না, প্রমদা। বলও না।

প্রম। না বললে তোমার কি দশা হবে? বললে পরে শীঘ্র তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

হেম। হবে না বোন, হবে না, মা কি সম্মত হবেন?

প্রম। তোমার এ অবস্থা জান্‌লে সম্মত হতে পারেন।

হেম। তিনি সম্মত হলে কি হবে? বাবা বংশের মানের অনুরোধে—

প্রম। তোমাকে চিরদুঃখিনী করবেন? তিনি তোমায় স্নেহ করেন না?

হেম। তা বল্‌তে, তবে মান রক্ষা? কেন মাকে মিছে কষ্ট দেবে? বিধাতা আমার অদৃষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে। সখি, কাউকে কিছু বলও না।

প্রম। মাইরি, আমি বলব না, কিন্তু আমি না প্রকাশ করি, প্রকাশ হয়ে পড়বে।

হেম। সুহাসিনী প্রকাশ করবে?

প্রম। তোমার ভাব গতিকে প্রকাশ হবে। ঘৃণা গোপন করা যায়, ভালবাসা গোপন করা যায় না। এক দিনে এই, দুদিনে দ্বিগুণ, তিন দিনে তিন গুণ, ক্রমেই বাড়বে। রোদ জল পেলে অঙ্কুর গাছ হতে দেরি হয়? প্রেমের কি অদ্ভুত আচরণ!

দমফেটে মরে প্রেমী তবু কথা কয় না।
যা না পেলে প্রাণে মরে দিলে তা নেয় না।

[যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।
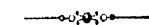
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, রাজসভা।

উপস্থিত বিক্রম সিংহ, দেবদাস, ও মনোহর।

দেব। দুর্জ্জনের সঙ্গে মিত্রতা হলেও নির্ভয় হওয়া যায় না, কারণ স্বার্থই তাহার পূজনীয়, ধর্ম্ম নয়। তিন বৎসর অতীত হল তেজসিংহের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে, এত দিন যে তিনি তা ভঙ্গ করেন নাই এই আশ্চর্য্য। সন্ধি, বুঝি, আর অধিক দিন থাকে না।

মনো। (স্বগত) বেটা বলে কি?

বিক্র। কেন মন্ত্রিবর?

দেব। সংবাদ পেলেম যে তেজসিংহ সসৈন্য চিতোরাভিমুখে আসছে?

বিক্র। কি, সসৈন্য চিতোরে আসছে?

দেব। চিতোরে কি না বলতে পারিনে, চিতোরের দিকে বটে।

বিক্র। উদ্দেশ্য কি, জান?

দেব। প্রকাশ করেন নাই—তাইতেই সন্দেহ হচ্ছে। মহারাজ, রাজধর্ম্মে পদার্পণ করে হঠাৎ চিতোর আক্রমণ করা তেজসিংহের পক্ষে অসম্ভব নয়।

মনো। (স্বগত) বেটা কি চতুর, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না। (প্রকাশে) মন্ত্রী মহাশয় কি বিচক্ষণ, যেখানে অন্যের দৃষ্টি চলে না সে স্থানে

ইনি অনায়াসে বিচরণ করতে পারেন। আমিও ঐ কথা মহারজকে বলব মনে করেছিলাম। তেজসিংহ চিতোরে আসেন তো পূর্ব্বের মত তাঁর কালামুখ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে।

দেব। মহারাজ, আজ্ঞা করুন—

মনো। আজ্ঞা করুন সেনাপতি মহাশয় সৈন্যগণ সঙ্গে শীঘ্র তেজসিংহের অহংকার চূর্ণ করেন।

বিক্র। মনোহর, তুমি উচিত পরামর্শ দিয়েছে। কাপুরুষ তেজসিংহ যদি সন্ধি ভঙ্গ করে তাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, যা জীবন থাকতে কখনও ভুলবে না।

দেব। (মনোহরের প্রতি বিরক্তির সহিত দৃষ্টি করিয়া) মহারাজ দাসের নিবেদন শুনুন। তেজসিংহের দম্ভ চূর্ণ করা পশ্চাতের কথা, আজ্ঞা করুন যে আমাদের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে, যুদ্ধের বেশে আহার করে, নিদ্রা যায়। আমাদের যথেষ্ট সৈন্য আছে, আর প্রয়োজন হলে চিতোরে সৈন্যের অভাব নাই। যে রাজ্যে যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোক বলে আক্ষেপ করে, সেখানে সৈন্য দুর্লভ নয়। প্রস্তুত থাকলে দেখা যাবে দুরাত্মা কি করতে পারে?

মনো। (স্বগত) মন্ত্রীর বুদ্ধির দৌড় এই পর্য্যন্ত। প্রস্তুত থাকলেও অপ্রস্তুত হতে হবে। (প্রকাশে) আমি সেনাপতিকে ডাকিয়ে আনি। প্রহরি প্রহরি, প্রহরি, শীঘ্র এস।

বিক্র। আমার রাজ্য রক্ষার জন্য তুমি আমা অপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হয়েছ।

মনো। মহারাজ ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বাঘাসও কম্পিত হয়।

দেব। বীরেন্দ্র সিংহকে ডাকবার প্রয়োজন নাই। আমি স্বয়ং দুর্গে যাচ্ছি, তেজ সিংহের দুরভিসন্ধি বিফল করতে হবেই।

মনো। (স্বগত) পারবে না, পারবে না।

[দেবদাসের প্রস্থান।

প্রহ। কি আজ্ঞা মহারাজ ?

বিক্র। যাও, পুনর্ব্বার নিজ কার্য্যে যাও।

প্রহ। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

বিক্র। মনোহর, শরীরটে বড় অবসন্ন হয়েছে, চল উদ্যানে কিছু ক্ষণের জন্য বায়ু সেবন করি।

মনো। (আহ্লাদের সহিত) চলুন। মহারাজের স্বাস্থ্য আর রাজ্যের হিত এদুই একত্র তৌল করিলে কার অধিক ভার হয় বলা যায় না।

বিক্র। আমি আসছি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। [প্রস্থান।

মনো। এমন সুযোগ ছাড়তে নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) রক্ষক ! রক্ষক ! রক্ষক !

[নেপথ্যে] আজ্ঞা আসছি।

হরিহরের প্রবেশ।

হরি। কি আজ্ঞা হয় ?

মনো। হরিহর ! সুযোগ আপনিই হয়েছে। উদ্যানে মহারাজের সঙ্গে চল। সময়ে প্রভুভক্তি দেখাবে। কৃতকার্য্য হলে আমরা প্রভুর ডান হাত বাঁ হাত হব।

হরি। এখন কি করতে হবে বলুন।

মনো। পূর্ব্বেই তো তা তোমাকে বলে দিয়েছি।

হরি। আমি পিছপাও নই, সময় আর স্থান তা হলেই হয়েছে।

মনো। মহারাজের সঙ্গে উদ্যানে চল। উদ্যান, সন্ধ্যাকাল। সময়, স্থান আর কি চাই ? সাবধানে কাজ করবে, কাজে হাত দিলে সিদ্ধি, এটি যেন বেশ মনে থাকে।

বিক্রম সিংহের পুনঃপ্রবেশ

বিক্র। চল।

মনো। যে আজ্ঞা। রক্ষক, সঙ্গে চল। [সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, সত্যসখার গৃহ। সত্যসখা উপস্থিত।

সত্য। (স্বগত।) আমি একাকী হলেই এই চিন্তাগুলি আমার মনকে আক্রমণ করে। কিন্তু ইহাদের আঘাতে আরাম, আশ্চর্য্য! কি অপূর্ব্ব দৃষ্টি, কেমন মনোহর, পবিত্র! আমি চেয়ে দেখলেম, অমনি রাজনন্দিনী অধোমুখী, কিন্তু মুখ নিচু করবার সময় আমার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ হল। (নিস্তব্ধ) আংটী নিতে এসে নেবার ক্ষমতা হল না। একি রাজকুমারীর অনুগ্রহ? না, অনুগ্রহ অনুরাগের ভাব ধরতে পারে না। এ অনুরাগ, অনুরাগ সহজেই অনুগ্রহের বেশ ধারণ করতে পারে। রাজনন্দিনী অনুরাগিনী? আর কিছুই হতে পারে না। যদি অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকে, তা যাক। সে ফুল উচ্চ পর্ব্বত শিখরে, আমি পঙ্গু (দীর্ঘনিশ্বাস) তবু পেতে ইচ্ছা হয়। এ ইচ্ছা দমন করব। (নিস্তব্ধ) আবার ইচ্ছে হয়, আশা নাই তবু ইচ্ছা হয়। এ ইচ্ছা নিবারণ করব, হেমলতা আমার জন্য নয় (দীর্ঘনিশ্বাস)। পূর্ব্বাপেক্ষা ইচ্ছে আরও প্রবল হল। কোথায় বীরত্ব রইল? ধিক পুরুষের দৃঢ়তা! মন যে হেমলতায় ভাল না বেসে থাকতে পারে না। পাই আর না পাই, পাবই না, তবু ভাল বাসব, যতক্ষণ না শুনতে পাব আমার প্রতি হেমলতার অনুরাগ নাই। হেমলতায় ভাল বাসব—পাবার আশা নাই, কিন্তু হেমলতার হিত সাধনের পথে তো কোন কণ্টক নাই। হেমলতার জন্য, হেমলতার পিতা বিক্রম সিংহের জন্য, হেমলতার জন্মভূমি চিতোরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও দেব! আজ অবধি যা হেমলতার তাই আমার কাছে প্রিয় হল। (অঙ্গুরীয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এ হেমলতার আংটী, আমার কাছে নির্জীব সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। হেমলতার আঙ্গুলে ছিল, আহা! কি অমূল্য! একটী পদার্থ

শুষ্কপাতা হলেও হেমলতার স্পর্শনে আমার নিকট মণিমাণিক্য অপেক্ষা প্রিয়-তর হত। এর কাছে রাজ্য তুচ্ছ, রাজ-সিংহাসন তুচ্ছ। এখন যে হেমলতার আত্মীয় সে আমার আত্মীয়।

[নেপথ্যে] দয়াবতি ! দয়াবতি ! দয়াবতী বাড়ী ?

সত্য । কে ? কে ডাকে ?

সুহা। (নেপথ্যে) আমি সুহাস।

সুহাসিনীর প্রবেশ

সুহা। (সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, স্বগত) চিন্তার চিহ্ন বিলক্ষণ দেখছি।

সত্য। সুহাস, অনেক দিনের পর দেখা হল।

সুহা। স্ত্রীলোকের হাতে তরবার দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ ? আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমি হেমলতার সখি, চিতোরের শত্রু নই, তোমার ও শত্রু নই। তরবার খান কার, চিনতে পার ?

সত্য। আমার।

সুহা। তুমি ফেলে এসেছিলে ? কি আশ্চর্য্য ! বীর যে সে অস্ত্র হারায় ? এত বড় বীর হয়ে তুমি অস্ত্র ফেলে এলে ! বীরবর ! কোন শত্রু তোমার অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল ?

সত্য। আর আমাকে বীরবর বলও না। (দীর্ঘনিশ্বাস)

সুহা। (স্বগত) আগুনের শিখা। (প্রকাশে) কোথায় ফেলে এসেছিলে ?

সত্য। রাজবাটীর দক্ষিণ দিকের বৃক্ষতলে।

সুহা। কখন ?

সত্য। কাল।

সুহা। সেখানে আর কেউ ছিল ?

সত্য। তুমি আর রাজ—কু—মা—রী।

সুহা। (স্বগত) যাতে বাধছে বোঝা গেল। (প্রকাশে) বীরবর! অস্ত্র হারায়ে কেমন করে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিলে?

সত্য। নিশ্চিন্ত! বুকের পাঁজড়া গেলে এত যন্ত্রণা হয় না।

সুহা। বটে! পুনর্ব্বার আনতে গিয়েছিলে?

সত্য। গিয়েছিলাম, পাইনি।

সুহা। কতক্ষণ ছিলে?

সত্য। অনেক—না—বড় অনেক্ষণ নয়।

সুহা। (স্বগত) আর একটা ঢেউ। (প্রকাশে) তখন মনে ভয় হয় নি?

সত্য। অ্যাঁ, অ্যাঁ, হয়েছিল। সামান্য লোকের অমন স্থানে—

সুহা। বীর পুরুষের ভয়?

সত্য। সুহাস, আমি কাপুরুষ, বীর পুরুষ নই।

সুহা। (স্বগত) আর না, শিলা বৃষ্টি শুধু লতায় নয়, বড় গাছকেও আহত করেছে। (প্রকাশে) যাই বল তুমি বড় বীর। হেমলতা তোমাকে এরূপ মনে করেন। তরয়ার নেও।

সত্য। (তরবারি গ্রহণ করিয়া) বাক্যেতে মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না—এমন উপকার কেউ করে না।

সুহা। আমি না হেমলতা? তিনি যত্ন করে আমার হাতে দিলেন, আমি এনেছি মাত্র।

সত্য। রাজকন্যা! এত উচ্চ জনের—এত অনুগ্রহ—এত হীনের প্রতি। সুহাস! রাজকন্যার মঙ্গল, মহারাজের মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই হস্তকে, এই শরীরকে, এই জীবনকে নিযুক্ত করলেম। সুহাস! আমি যাই। বিশেষ প্রয়োজন। মা এলেন বলে।

সত্যসখার প্রবেশ।

সুহা। হেমলতা সত্যসখা উভয়েরই মন একই পথে। এখন চেষ্টা দেখি, হেমলতাকে পারিজাত বৃক্ষে তুলে দিতে পারি কি। কিন্তু পথে অনেক কণ্টক আছে। ঐ ঘরে গিয়ে বসি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, উদ্যান।

(সত্য সখার প্রবেশ।)

সত্য। (স্বগত) পাখীগণ বিশ্রাম জন্য আনন্দ-কোলাহলে দলে দলে এসে বৃক্ষ শাখায় বসছে। কিন্তু কি গৃহে, কি সঙ্গীগণ সহবাসে, কি সুরম্য উদ্যানে আমার কোথাও বিশ্রাম নাই। কেমন সুশীতল বায়ু ধীরে ধীরে বচ্ছে, কিন্তু ইহাতে আমার শরীর জুড়ায় না। ঐ সুবিস্তৃত বৃক্ষের তলে অন্ধকার সর্ব্বাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছে—আমি ঐ স্থানে গিয়ে মনকে চিন্তাতরঙ্গে ভাসাই। [প্রস্থান।

বিক্রমসিংহ, মনোহর ও হরিহরের প্রবেশ।

মনো। মহারাজ তেজসিংহের তুল্য নরাধম আর কি দুটী আছে ?

বিক্র। আমার পরম মিত্র প্রতাপসিংহের—আহা ! অমন মানুষ আর হতে নাই—প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে তেজসিংহ রাজ্য অধিকার করলে। অন্যায় করে রাজ্য অধিকার করলে। আহা ! প্রতাপসিংহের শিশুসন্তানকে নষ্ট করলে—মানুষে এমন কায করতে পারে ?

মনো। (স্বগত) মরে নি, একথা চন্দ্রসূর্য্যও জানেন না। (প্রকাশে) তেজসিংহ একটা নর-প্রেত। লোভ কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? নিষ্ঠুরতা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? শত্রুর শিশুসন্তানও স্নেহের পাত্র। লোভে সবই করায় কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তেজসিংহকে কে ক্ষত্রিয় বলে?

বিক্র। ক্ষত্রিয় নির্লোভী, নির্ভয়, নিঃস্বার্থ, দয়ালু, সরল, ক্ষমাশীল।

মনো। তেজসিংহ লোভী, ভীরু, স্বার্থদাস, নির্দ্দয়, শঠ, কপট—সে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার, ক্ষত্রিয় কলঙ্ক, পশু, প্রেত, রাক্ষস।

বিক্র। যাক এ বিষয় আলোচনায় প্রয়োজন নাই। তেজসিংহ চিতোর আক্রমণ করে করুক। আমরা বাপের বেটা, স্বদেশ রক্ষা করতে জানি। দেখ মনোহর, চামেলি গাছে অনেকগুলি ফুল ফুটেছে, অতি সুমধুর গন্ধ। (তুলিতে উদ্যত)

মনো। ফুল ফুটেছে, সময় হয়েছে। (রক্ষকের প্রতি ইঙ্গিত)

রক্ষ। (স্বগত) সময় হয়েছে। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন, ও বিক্রমসিংহের প্রতি আঘাত করিতে উদ্যত)

[নেপথ্যে, স্ত্রীলোকের স্বরে] কি সর্ব্বনাশ হল!

বৃক্ষের পার্শ্ব হইতে সত্যসখার প্রবেশ।

সত্য। নর-পিশাচ! এই তোর উচিত পুরস্কার। (রক্ষকের দক্ষিণ হস্তে আঘাত)

মনো। সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল। শত্রুর চর মহারাজকে খুন করলে; রক্ষককে মেরে ফেলেছে। ওরে, শীঘ্‌ঘির আয়, শীঘ্‌ঘির আয়।

বিক্র। (তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সত্যসখার প্রতি) কে তুই?

সত্য। (উল্লাসের সহিত) মহারাজকে বাঁচিয়েছি। (রক্ষকের প্রতি) নেমক হারাম, তোর এই কাজ? প্রভু পিতা, দেবতা। তারই প্রাণ নিতে উদ্যত! কে তুই বল।

মনো। (সত্যসখাকে লক্ষ্য করিয়া) মহারাজ! এই দুরাত্মা আপনার প্রাণ নষ্ট করতে এসেছে। রক্ষক বড় বাঁচিয়েছে। কিন্তু নিজে মারা পড়েছে।

সত্য। (মনোহরের প্রতি) কি বলিস নেমকহারাম মিথ্যাবাদী? তুই যদি নিরস্ত্র না হতিস তোকে এখনই যমালয়ে পাঠাতেম।

মনো। আমার হাতে অস্ত্র থাকলে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাতেম।

রক্ষ। (কাতর স্বরে) মহারাজ, যাই। মহারাজকে বাঁচিয়েছি—আমার ভাগ্যি।

বিক্র। (সত্যসখার প্রতি) সত্যসখা, তুই আমার সৈনিক, আমার অন্নে প্রতিপালিত, তোর এই কাজ।

মনো। কি ভয়ঙ্কর, মহারাজের সৈনিক, তার এই কাজ! এর মত কৃতঘ্ন ব্যক্তি আর ত্রিসংসারে নাই। এক আঘাতে যমালয়ে পাঠান, না হয় আমাকে তরবার খান দিন আমি ওকে বিনাশ করছি। কি বলব আমার হাতে অস্ত্র নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস, শীঘ্র আয়।

বিক্র। মনে করলে আমি এতক্ষণে ইহাকে বিনষ্ট করতে পারতেম, বিচার করে পাষণ্ডকে যথোচিত দণ্ড দেওয়া যাবে।

মনো। কে আছিস, শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়, দুরাত্মাকে ধর।

সত্য। আমি পালাচ্ছিনে, আমি মৃত্যুকে ভয় করিনে, এখন আমি সুখে মরতে পারি; মহারাজের অমূল্য জীবন রক্ষা করেছি।

মনো। মনে নরক মুখে স্বর্গ! কাজে মহারাজের শত্রু, মুখে দাসানুদাস। এমন অধার্ম্মিক কপটাচারী ত্রিভুবনে খুজে পাওয়া ভার।

সত্য। আমি ক্ষত্রিয়, কপটাচারী নই, তুই মিথ্যাবাদী। আমি মহারাজের শত্রুর শত্রু, তুই মহারাজের শত্রুর মিত্র, তোর জিব টেনে ছেঁড়া উচিত। তুই এসেছিস চিতোর রাজ্য নষ্ট করতে।

মনো। মহারাজ, বুকের পাটা কত বড় দেখুন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি

মহারাজকে মারতে আসছিল। (সত্যসখার প্রতি) নরাধম এখন আত্ম-রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলছিস?

রক্ষ। মহারাজ ঠেকাতে গিয়ে এই চোটটা লাগল। আমি যাই, চারিদিক আঁধার দেখছি।

সত্য। এরা কি! (মনোহরের প্রতি) জীবন তো সামান্য জিনিষের মত দিতে পারি।

মনো। তবে দোষ স্বীকার কর, পরকালের যন্ত্রণা কম হবে।

দুই জন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ, দ্ব। কি! কি! কি হয়েছে; মহারাজের মঙ্গল তো?

মনো। ধর, ধর, এই নরাধমকে ধর, এ মহারাজের প্রাণ নষ্ট করতে এসেছে।

রক্ষ। আমাকে খুন করেছে। (সৈনিকদ্বয়ের সত্যসখাকে কৌশলে ধরিবার চেষ্টা)

সত্য। ওরূপ করছ কেন? মহারাজের দাসকে ধরতে অত চেষ্টা কেন? (অস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ) আমাকে ধর, বাঁধ, বধ কর,। আমার আর আক্ষেপ নাই, মহারাজকে বাঁচিয়েছি, জীবন স্বার্থক হল। সৈনিকগণ! মহারাজকে রক্ষা করও, শত্রুর হস্ত হতে মহারাজকে রক্ষা করও।

(সত্যসখা সৈনিকদ্বারা ধৃত)

মনো। এমন মানুষতো দেখা যায় না, মিথ্যা কথায় তৎপর, আরো বক্স মহারাজকে শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করও যেন মহারাজের পরম মঙ্গলাকাঙ্খী রক্ষক না থাকলে চিতোর নগরে এতক্ষণে হাহাকার ধনি উঠত। সেনাগণ তোমরা চিতোরবাসী সর্ব্বদাই মহারাজের সঙ্গে থেকও, বিদেশীয়দিগকে নিকটে আসতে দিও না যদিও বিদেশীয়ের দ্বারা স্বদেশীয়ের হাত হতে মহারাজ রক্ষা পেলেন।

বিক্র। যে সত্যসখা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত তার এই কাজ?

মনো। এখন সে সত্যসখা নেমকহারামির জন্য বিখ্যাত।

রক্ষ। গেলুম, গেলুম।

বিক্র। সৈনিক, রক্ষককে দেখ গে।

১ম সৈ। যে আজ্ঞা।

বিক্র। গত যুদ্ধে সত্যসখা বড় বীরত্ব প্রকাশ করেছিল না?

২য় সৈ। আজ্ঞা, জন দুই সৈন্যের সঙ্গে লড়েছিল এই মাত্র।

বিক্র। চিতোরবাসী হয়ে সত্যসখার এই কাজ?

১ম সৈ। মহারাজ, চিতোরবাসী বটে, কিন্তু ওর মা বাপকে কেউ জানে না।

মনো। মহারাজ, শুনলেন?

২য় সৈ। মহারাজ, আজ সত্যসখাকে দুর্গে দেখিনি।

মনো। মহারাজ, শুনলেন? গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার চেষ্টা ছিল।

বিক্র। সত্যসখা এই কি তোর বীরত্ব? এই কি তোর ক্ষত্রিয়ের কাজ?

সত্য। মহারাজ, এ জীবনে ক্ষত্রিয়ের অনুপযুক্ত কাজ করিনি।

মনো। শুধু এই একবার। না এও তোর ক্ষত্রিয়ের কাজ, নরাধম!

বিক্র। সত্যসখা, কি জন্য এই গর্হিত কাজ করতে এসেছিলি?

সত্য। আমি গর্হিত কাজ করতে আসিনি।

মনো। এ কাজও তোমার গর্হিত বোধ হয় না!

বিক্র। আমিতো তোর মন্দ করিনি, বরঞ্চ তোর যাতে ভাল হয় তাই করতেম।

সত্য। মহারাজ, আপনার চিরকালই এ দাসের প্রতি অনুগ্রহ।

মনো। তাইতে তাঁর প্রাণ নিতে এসেছিলে?

বিক্র। সত্যসখা, কে তোকে এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত কর্যালে?

সত্য। কেউ না।

মনো। আপনা আপনিই প্রবৃত্ত হয়েছ।

বিক্র। তোর জীবন দণ্ড করব না, সত্য কথা বল।

সত্য। জীবন দণ্ড করলেও মিথ্যা কথা বলব না।

মনো। মহারাজ অতি দয়ালু, সত্য কথা বললে বেঁচে যাবি এখন।

সত্য। তোর কথায় যদি আমি আর উত্তর দি, আমি ক্ষত্রিয় নই।

মনো। মহারাজ, স্পর্দ্ধা দেখুন। শোন্ পাষণ্ড, এখনও সত্য কথা বল্, মহারাজ তোকে ক্ষমা করবেন। দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চেপেছে, মরবি নিশ্চয়ই— মহারাজ বৃথা চেষ্টা করা, সত্যকথা বলবে না, মরবার সময় যদি বলে।

বিক্র। একে কারাগারে নে যাও। কাল বিচার হবে।

সৈ। যে আজ্ঞা।

সত্য। মহারাজ! আপনার জীবন অমূল্য, সাবধান থাকবেন। আপনার মঙ্গলে রাজ্যের মঙ্গল।

মনো। মিষ্ট কথা বলে আর বাঁচতে পারবি নে।

বিক্র। রক্ষককে চিকিৎসার জন্য নে যাও।

[প্রস্থান।

মনো। রক্ষক, তুমি যথার্থ প্রভুভক্তির কাজ করেছ। যদি বেঁচে থাক, নিজেই তোমার কার্য্যের পুরস্কার ভোগ করবে। যদি জীবন যায়, তোমার স্ত্রী পুত্র সকলে ভোগ করবে, এর অন্যথা হবে না।

সত্য। বল্ কে তোদের প্রভু? তোরা, মহারাজের কোন শত্রুর চর।

মনো। কি বল্লি? (প্রহার)

সত্য। নিশ্চয় তোরা মহারাজের শত্রুর চর। (সেনার প্রতি) ভাই, এরাই রাজ্যের সর্ব্বনাশ করবে।

মনো। (মুখ চেপে ধরে) বেটা আর ওকথা মুখে আনবি তো নাথি মেরে তোর মুখ ভাঙ্গব। আমরা মহারাজের শত্রুর চর! তুই তেজসিংহের চর। (প্রহার)

দেবদাসের ব্যস্ততার সহিত প্রবেশ।

সত্য। হা বিধাতা!

দেব। কোথায় মহারাজ? মহারাজ? মহারাজ কোথায়?

মনো। মহারাজ রাজভবনে গেছেন! মহারাজের বড় বিপদ গেছে।

সত্য। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজকে রক্ষা করবেন, মিত্রবেশী শত্রুর হাত হতে রক্ষা করবেন। (দেবদাসের প্রস্থান) চিতোরের রাজ-লক্ষ্মী, তুমি একেবারে অন্তর্হিত হলে! রাজ্যের আর মঙ্গল দেখিনে, শত্রুর প্রাদুর্ভাব। হা! কি হল? বিধাতা! তুমি মহারাজকে, নির্ম্মল হেমলতাকে রক্ষা করও।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

—— ০০ ——

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, উদ্যান।

বিক্রমসিংহ ও তারাদেবীর প্রবেশ,

পশ্চাতে লক্ষ্মী পুষ্পকরণ্ড হস্তে।

বিক্র। আজ প্রাতেই বিচার হবে।

তারা। এ ঘটনা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। অমৃত গরল, গলার হার কাল সাপ! তবু মহারাজ একটু দয়া করবেন, দয়াবতীর কেউ নাই।

বিক্র। রাজা প্রজার প্রভু, কিন্তু রাজার প্রভু ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ও রাজ্যের মঙ্গল একই। রাজার কখনও চক্ষের জলের সহিত নিষ্ঠুর হতে হয়। ধর্ম্মাধীন হয়ে যতদূর দয়া করতে পারা যায় তা অবশ্যই করব, এই রাজার ধর্ম্ম। আহা! উদ্যান কি সুশীতল, অগ্নিকুণ্ড হতে উঠে যেন ভাগিরথীতে স্নান করলেম।

তারা। মহারাজ, এই ফুলগাছ গুলি আমার হেমলতার অতি যত্নের সামগ্রী। মা ছেলেকে যে না যত্নের সঙ্গে স্তনপান করায়, আমার হেমলতা সেই যত্নের সঙ্গে এদের উপর জল সেচন করেন। এই যে মা আমার বকুল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে।

বিক্র। মা এ দিকে এস।

তারা। মহারাজ ডাকছেন, মা এ দিকে এস।

বিক্র। এত প্রাতে উদ্যানে কেন ?

হেম। ঘরে বড় গ্রীষ্ম হচ্ছিল, তাই এসেছি।

তারা। মা, কাল তোমার এই ছেলেদের খেতে দেওনি ?

হেম। (অধোবদন হইয়া) কাল জল দিতে পারিনি।

তারা। এরাও তোমার ছেলে, আমরাও তোমার সন্তান। বল মা কাদের অধিক ভাল বাস ?

হেম। কি বলব ? তামাসা করছ।

তারা। (কোলে লইয়া শিরচুম্বন) আমার মা, তুমি সাক্ষাৎ কমলা।

লক্ষ্মী। রাণী মা, তুমি আমার মা, হেমলতা তোমার মা, কাজেই আমি হলেম হেমলতার নাতিন, বুড় নাতিন (হাস্য) আর সমুদায় প্রজা মহারাজের সন্তান, তারা সবাই হেমলতার নাতি পুতি। ও আমার নূতন আই, তোমার এত ছেলেপিলে নাতিপুতি নিয়ে ঘরকন্না (হাস্য)।

বিক্র। লক্ষ্মী ঠিক বলেছে, না মা হেমলতা ?

লক্ষ্মী। না আমার নূতন আই ?

হেম (লক্ষ্মীর প্রতি) যা।

লক্ষ্মী। না আমার বুড় আই ? তোর বালাই নিয়ে যাই।

(অন্যদিকে জলপাত্র হস্তে সুহাসিনীর ও প্রমদার প্রবেশ)

তারা। যাও মা ! ঐ তোমার সখীরা, ফুল গাছে জল দেও গিয়ে, দেখও যেন গায়ে জল লাগে না। মহারাজ, হেমলতা ষোলতে পা দিয়েছে, একটী সুপাত্র দেখে বিয়ে দিলে চিরদিনের মনের সাধটা মেটে।

লক্ষ্মী। (স্বগত) আশ্চর্য্য গণেছে। আমি জানি হেমলতার বর হবে রাজার ছেলে, বীর, বড় সুন্দর।

বিক্র। দেবি, আমি প্রায় বৃদ্ধ হয়েছি—

লক্ষ্মী। বালাই, তিন কুড়ী তিন বছর বইত নয়, আমি কোলে পিটে করে মানুষ করিছি।

বিক্র। লক্ষ্মি! তোমার কাছে আমি চিরকাল ছেলে মানুষ। দেবি, হেমলতার বিয়ে দিয়ে জামাতা বাবাজীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই, এই আমার মনোগত ইচ্ছে। একটী সুপাত্রের চেষ্টা দেখছি। সূর্য্যদেব উদয় হয়েছেন, আমি সভায় যাই, বিচারের সময় আগত।

[বিক্রমসিংহ ও তারা দেবীর নিষ্ক্রমণ।

লক্ষ্মী। (পুষ্প চয়ন করিতে করিতে।) হারে প্রমদা, বল দেখি, যত রকমের লতা দেখছিস এর মধ্যে সব চাইতে শ্রীমান কি?

প্রেম। মাধবী লতা।

লক্ষ্মী। তুই দিনকাণা। সুহাস দিদি, বল দেখি?

সুহা। যার চাইতে আর শ্রীমান নাই।

লক্ষ্মী। সুহাসকে যে পারবে সে এজো হয় নি। তোমার মাধবীলতা, মালতীলতা, রাধালতা, আর কুঞ্জলতা, যাই বল আমার হেমলতার কাছে কোন ছার। হেমলতা, এই যে সব যাতী যূথী মল্লিকে মালতী ফুল ফুটে রয়েছে, তোমার হাসিখুসী মুখখানীর কাছে কোথায় লাগে? ও আমার অমিল ফুল, তোমাকে যে বুকে রাখবে সে সাত জন্ম সাগরে নেমে কামনা করেছে।

হেম। লক্ষ্মী, করলি কি? গাছটাকে মারলি, আমার মাধবীলতার ফুল অমন করে তুলিস নে, এমনি করে, আর কুঁড়ি ছিড়িস নে।

প্রেম। পাত্র হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলে যে, আকাঁন পটের মত।

সুহা। প্রমদা, জল তুমিই দেও। হেমলতা, আমাকে ঐ পাত্রটী দেও, আমার জল ফুরিয়েছে।

হেম। না, না, আমিই দিচ্ছি। (জল দিতে উদ্যত ও হস্ত হইতে পাত্রের পতন) পড়ে গেল।

প্রম। মন ঢিলে তো হাত পা ঢিলে।

সুহা। প্রমদা, ক্ষান্ত দেও। রাজকন্যা অসুখী আছেন, যদি এঁকে স্নেহ কর তো তামাসা করও না।

লক্ষ্মী। কি? হেমলতার কি অসুখ হয়েছে?

হেম। কি অসুখ হবে? সুহাসের যেমন কথা।

লক্ষ্মী। অসুখ তোমার শত্রুর হক, শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। অমন অলক্ষণে কথা কি মুখে আনতে হয়। বিস্তর ক্ষণ এখানে থেকও না। কপাল টা ঘেমেছে (ঘাম মুছিয়া দেওয়া)। সূর্য্য উঠেছে, এখন ঘরে যাও।

হেম। যাই।

লক্ষ্মী। ঘরে যাও।

হেম। যাই। বাতাসটা বেস লাগছে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা একটু থাক, আমার মাথা খাও, আর একটু পরে ঘরে যেও। রাজ্যির ভালবাসার ধন তুমি, তোমাকে বড় ছোট সকলেই ভালবাসে।

হেম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যাই বলে।

[নেপথ্যে] লক্ষ্মি, ফুল তোলা হয়েছে?

লক্ষ্মী। ফুল তোলা হয়েছে, যাই। (মন্ত্রোচ্চারণ ও হেমলতার মস্তকে তিনবার ফুৎকার) কোন দোষ দৃষ্টি লাগবে না। কোন্ দিক দিয়ে কি বেড়ায়, নরলোক কি তা জানতে পারে? এত ভোরে একা এসেছিলে, আর একা দোকা বেরিও না।

[প্রস্থান।

প্রম। সখি, এতগুলি ফুলে এক গাছা মালা হবে না?

হেম। হবে। মালা গাথা কেন?

প্রম। যার গলায় শোভা পায় তাকে দেব এখন। সখি, তোমার গলায় যখন মালা দি তখন কি শোভা হয়। সোণার আংটীতে যেন হীরে, তোমার

গলার মালা দিয়ে সুখী হব এও কি তুমি ভাল বাস না। আমি সুতো নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

সুহা। সখি, তোমার মনে যা হচ্ছে তা দেখছি, অনুভব করছি। কিন্তু অধীর হইও না, আশা ফলবতী হতে সময় লাগে, কত যত্নে কত দিনের পরে তোমার মাধবী লতায় ফুল ধরেছে। মানুষেরও এইরূপ। তুমিতো স্বচক্ষে দেখেছ, সত্যসখা মহারাজের জীবন রক্ষা করেছেন। এতেই কি দেখছ না পরমেশ্বর তোমার প্রতি অনুকূল ? আচ্ছা বল, জীবন যে দেয়, সে জীবনের তুল্য প্রিয় হয় কি না ? মহারাজের কাছে সত্যসখা আর কি সামান্য সৈনিক ?

হেম। পুষ্পবৃষ্টি হতে গিয়ে অগ্নিবৃষ্টি হল।

সুহা। সে কি ?

হেম। তোমাকে বলতে কি ? কাল রাত্রে আহ্লাদে নিদ্রা হয় নি। বাবা বেঁচেছেন এর হাতে। আজ শুনলেম তারই বিচার হবে। সৎকর্ম্মের জন্য বিচার ! রাজার প্রাণ রক্ষা না রাজ্য রক্ষা, তারই জন্য বিচার ! উপকারীর বিচার, আশ্চর্য্য !

সুহা। তুমি বলছ কি সত্যসখার বিচার হবে ? তুমি কি পাগল হয়েছ !

হেম। পাগল হয়ে বললে ভাল ছিল। যেমন স্বচক্ষে তার মহৎ কার্য্য দেখিছি, তেমনি স্বকর্ণে তার বিচারের কথা শুনেছি, বাবার নিজ মুখে।

সুহা। তুমি শুনতে ভুলেছ, রক্ষকের বিচার হবে।

হেম। আহা ! আমারই ভুল হতো, কিন্তু তা নয়।

সুহা। তা কি হতে পারে ?

হেম। তার সন্দেহ নাই।

সুহা। সেখানে কে কে ছিল ?

হেম। একজন রক্ষক, কি সর্ব্বনেশে লোক ! আর মনোহর।

সুহা। কিছু কেই পাওয়া যাচ্ছে। রক্ষক আহত হয়েছে না ?

হেম। হাঁ।

সুহা। সত্যসখা আড়াল হতে বেরিয়ে এসে আঘাৎ করলে, বটেতো?

হেম। আমি তো তোমায় বলেছি।

সুহা। সত্যসখার সেখানে যাবার কোন কারণ ছিল না, এতে সন্দেহ হতে পারে। আর ঐ রক্ষক কোন মিথ্যা কথা বলে থাকবে।

হেম। তাই বুঝি ঘটেছে। এখন, সখি, কি হবে!

সুহা। অধর্ম্মের জয় হয় না, মনোহর সঙ্গে ছিল, সে মিথ্যা কথা বলবে না।

হেম। সে যদি দেখে না থাকে—তা হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! আমি রাজসভায় গিয়ে বলে আসি।

সুহা। স্ত্রীলোকের রাজসভায় যাওয়া ভাল দেখাবে না।

হেম। ভাল দেখাবে না কিন্তু ভালতো বটে। আমি রাজসভায় যাব। লোকে নিন্দা করে করুক, ধর্ম্ম তিনি দেখবেন। মহারাজের দ্বারা নির্দ্দোষীর দণ্ড হবে!

সুহা। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। তুমি না গেলেও তো সুফল ফলতে পারে।

হেম। অপেক্ষা করে পাছে—

সুহা। শোনা যাক বিচারের কিরূপ গতি, তখন যথোচিত কাজ করলে ভাল হয়।

হেম। সখি, নিষেধ করও না, এতক্ষণে কি হল!

সুহা। এই গাছের পাতা মাটীতে পড়তে যত দেরি না হয়, এরই মধ্যে আমি জেনে আসছি, বিচার কতদূর হয়েছে।

হেম। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ব্রস্ততার সহিত প্রমদার প্রবেশ।

প্রম। ও হেমলতা, ও সুহাস, আমার মাথা মুণ্ড কি বলব! সত্যসখার নাকি প্রাণদণ্ড হবে!

হেম। কি? কি? আমি মহারাজের কাছে যাই, তিনি এই করলেন! ধর্ম্ম নেই? কি হল, কি হল? [বেগে প্রস্থান।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর রাজ-সভা।

বিক্রমসিংহ, দেবদাস, মনোহর, সত্যসখা ও রক্ষক ইত্যাদি উপস্থিত।

বিক্র। এখন, সত্যসখা, তোমার অপরাধ সাব্যস্ত হল। প্রমাণ হল এই, তুমি আমার প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করেছিলে—

সত্য। মহারাজ ও কথা বলবেন না. প্রাণদণ্ড করুন, মস্তক ছেদন করুন, শরীর তুষানলে দগ্ধ করুন, কিন্তু ওরূপ নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। আমি জীবনে কখনও এরূপ মনদুঃখ পাইনি।

বিক্র। তবে তুমি কি আমার প্রাণ নষ্ট করবার চেষ্টা করনি?

সত্য। না, মহারাজ!

বিক্র। তবে অসময়ে অকারণ আমার নিকট গিয়েছিলে কেন?

সত্য। কর্ত্তব্য বোধে।

মনো। কর্ত্তব্য বোধে! এই তোমার কর্ত্তব্য, চিতোরের এক মাত্র প্রদীপকে নির্ব্বাণ করা!

সত্য। ওরে পাপ! তুই চুপ কর্।

মনো। আমি তোমায় মার্জ্জনা করলেম, যে জন্যই হক তোমার দণ্ড হতে যাচ্ছে।

সত্য। হা ধর্ম্ম! তুমি পৃথিবী ত্যাগ করেছ?

বিক্র। যাক, আর বাদানুবাদে প্রয়োজন নাই। তুমি আমার প্রাণনাশের জন্য হস্ত তুলিতেছিলে—

সত্য। এ দাসের তরবার মহারাজের হিতের জন্য ব্যতীত কখনই ব্যবহার হয় নি।

বিক্র। বাক্যের দ্বারা কার্য্যের কালী ঢাকা পড়ে না। যাক—এই রক্ষক বাধা দেওয়াতে একে আহত করেছ। তোমার এই দুই অপরাধ, আমার প্রাণ নষ্ট করবার চেষ্টা আর এই রক্ষককে আঘাত করা।

সত্য। যদি অপরাধ হয় এই দুই, মহারাজকে রক্ষা করা ও সেই জন্য এই নরাধমকে আঘাত করা।

বিক্র। তোমার দোষের পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল, ঘটনার অবস্থা হতে ও বিশ্বাসী সাক্ষী হতে। তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীর ন্যায় কথা বার্ত্তা বলছ, কিন্তু দোষীরাও অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্য এরূপ করে থাকে। অতএব তোমার কথার উপর নির্ভর করে পরিষ্কার প্রমাণকে অগ্রাহ্য করতে পারিনে। মনোহরের তুল্য সত্যবাদী এ রাজ্যে আর দুটী নাই।

সত্য। হা হতভাগ্য চিতোর!

বিক্র। তোমার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হল। অতএব, সত্যসখা, ধর্ম্মের অনুরোধে তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া গেল।

সত্য। (অন্যমনস্কভাবে) চিতোর রাজ্য, তোমার শত্রুর আনন্দের দিন হয়েছে।

বিক্র। সত্যসখা, তুমি আমার সৈনিক সুতরাং আমার সন্তান তুল্য। তুমি বীর, তার জন্য তুমি প্রশংসা ভাজন। কিন্তু ধর্ম্মকে অতিক্রম করা যায় না। অতএব বাধ্য হয়ে তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেম।

সত্য। মহারাজের মঙ্গল হক।

হেমলতা, সুহাসিনী ও প্রমদার প্রবেশ।

বিক্র। আমার লজ্জার প্রতিমা হেমলতা রাজসভায় কি জন্য? মা, তুমি

কি আমার নিষ্ঠুরতা দেখতে এসেছ? এস্থান, এসব ব্যাপার তোমার দর্শনের যোগ্য নয়।

সত্য। (স্বগত) বিধাতা, এমন সরলা রাজকন্যাকে হতভাগ্যের দুঃখে দুঃখী করও না। হা! এ পৃথিবী হতে যাবার পূর্ব্বে পৃথিবীর সার রত্নকে দেখতে পেলেম।

হেম। বাবা—বাবা—(সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অবনত মস্তকে দীর্ঘ নিশ্বাস)

বিক্র। মা, কি বলবে বল।

হেম। বাবা—বাবা——(রোদন)।

বিক্র। বল মা, তোমার চক্ষের জল দেখতে পারিনে।

হেম। একটী ভি—ক্ষা চাই।

বিক্র। আমার হেমলতা চাইলে আমি কি না দিতে পারি?

হেম। বাবা, নির্দ্দোষীর—নির্দ্দোষীর প্রাণ দণ্ড করবেন না। উহু! প্রাণদণ্ড! (কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা, প্রাণদণ্ড করবেন না।

মনো। (স্বগত) যা মনে ডেকেছিল।

বিক্র। হেমলতা, দোষীর প্রাণদণ্ড করাই রাজার পক্ষে দণ্ডস্বরূপ, আর নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড করা আপন হৃদয়ে ছুরি মারা।

হেম। বাবা, নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড করবেন না।

মনো। মহারাজ, প্রাণদণ্ডের কথা শুনে রাজকন্যার কোমল হৃদয়ে বড় ব্যথা লেগেছে। ইনি মহাজের কুললক্ষ্মী, ইঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করবেন না। মহারাজ, দোষী ব্যক্তি দণ্ড হতে অব্যাহতি পায় সেও ভাল, তবু যেন নির্দ্দোষী দণ্ডনীয় না হয়। দয়া ন্যায়কে মাধুর্য্য দিক।

বিক্র। আমি দোষীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছি।

হেম। দোষী নয় নির্দ্দোষী। বীরবর আপনার প্রাণদাতা। বাবা, প্রাণদণ্ড করবেন না। (বিক্রমসিংহের চরণ ধরিয়া) আপনি আমাকে বড় ভাল বাসেন। আপনার হেমলতার কথায়, স্নেহের অনুরোধে——(অধোমুখী)

মনো। সাতপাঁচ ভাববেন না। ভগবতী আপনকার কন্যারূপে এঁকে বাঁচাতে অবতীর্ণা হয়েছেন।

বিক্র। মা হেমলতা, উঠ, উঠ।

হেম। বাবা, আমি আপনার চরণতলে প্রাণত্যাগ করব যদি নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হয়।

বিক্র। মা, উঠ, প্রাণদণ্ড করব না।

হেম। বাবা, আপনি এমন করবেন না তো কে করবে? (সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সত্য। (স্বগত) আমার যদি দশ হৃদয় থাকত, আমি দশ হৃদয়ে এই করুণাময়ীকে ভাল বাসতেম। (প্রকাশে) ধন্য রাজকন্যে!

মনো। ধন্য রাজকন্যে!

বিক্র। সত্যসখা, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তোমাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দেওয়া গেল।

সত্য। নির্ব্বাসন! আমার প্রাণদণ্ড করুন। মহারাজ, যাবজ্জীবন অপমান সহ্য করতে পারব না। নির্ব্বাসন হৃদয়ের মৃত্যু, দয়া করে আমার প্রাণদণ্ড করুন।

হেম। বাবা, যদি নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড রহিত করলেন, আবার কেন দণ্ড দেন? মহারাজ, বালিকার কথা কি বিশ্বাস করবেন?

বিক্র। তোমাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারিনে।

হেম। শুনুন, আমি যা স্বচক্ষে দেখিছি। মহারাজের জীবন এই বীরবর দ্বারা রক্ষা হয়েছে।

বিক্র। তুমি এমন কথা বল, হেমলতা!

হেম। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি গবাক্ষ দ্বারে দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাজ, আপনি উদ্যানে বেড়াচ্ছিলেন,এই রক্ষক—ও মুখ দেখলে রক্ত শুকিয়ে যায়,—এই চণ্ডাল মহারাজের উপর অস্ত্রাঘাত করতে চেষ্টা পায়, এখনও তা মনে করলে আপাদমস্তক শিহরে উঠে, এমন সময় ইনি আপনাকে রক্ষা করলেন।

বিক্র। তোমার কথা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু নিশ্চয় তোমার ভ্রম হয়েছিল, এক জনকে অন্য জন বলে ভ্রম জন্মেছিল। তা সহজেই হতে পারে, তুমি বালিকা, তাতে ভয়বিহ্বল। তুমি তো এদের ভাল করে চেন না। ভাল করে চেন কি ?

হেম। আ—জ্ঞা, তা—কেমন করে হতে পারে ?

বিক্র। তুমি দূরে ছিলে, আবার তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। অন্তরে বাহিরে ভ্রমের কারণ, কাজেই তোমার ভ্রম হয়েছিল, ভ্রম না হওয়াই আশ্চর্য্য !

হেম। মহারাজ, যে মরতে ভয় করে না, সে মারতে ভয় পায়। বীরপুরুষ কখনও কাপুরুষ হয় না। এমন বীরপুরুষের মনে কি নরকানল জ্বলতে পারে ?

বিক্র। মানুষের মন কে জানতে পারে, হেমলতা ? সত্যসখার দোষ সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সত্যসখা নিশ্চয়ই আমার প্রাণ নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল, তুমি তাকে বাঁচালে এই যথেষ্ট। কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত তার এ রাজ্য ত্যাগ করতে হবে। মা ! আর সত্যসখার জন্য কোনও অনুরোধ করও না।

মনো। রাজকন্যার বিশ্বাস যে সত্যসখা নির্দ্দোষী, ওকে নির্ব্বাসিত করবেন না, তা হলে হেমলতা মনে বড় আঘাত পাবেন।

বিক্র। মনোহর, তুমি আর দোষীর পক্ষ হয়ে কোন কথা বলও না।

মনো। রাজনন্দিনীর যা বিশ্বাস তাই বলছেন, সত্যসখার দিকে টানবার তাঁর তো কোন কারণ নাই (রক্ষকের প্রতি দৃষ্টি)। মিনতি করি, মহারাজ, সত্যসখাকে নির্ব্বাসিত করবেন না, রাজনন্দিনীর সত্যসখার দিকে টানবার তো কোন কারণ নাই।

রক্ষ। মহারাজ, রাজকন্যা আমার উপর এত নির্দ্দয়, সত্যসখার উপর এত সদয়, কি জন্য তা বলতে পারিনে। মহারাজ, সব শুনেছেন, মহারাজের ধর্ম্মে যা নেয় তাই করুন।

মনো। রক্ষক, সামান্য মানুষ হয়ে এত বড় কথা ! রাজকন্যা তোর

উপর নির্দ্দয়, সত্যসখার প্রতি সদয়? আর বলিস "মহারাজের ধর্ম্মে যা নেয় তাই করুন"। বেটা, তুই বলিস কি মহারাজ ন্যায়পরায়ণ নন?

রক্ষ। (কান্দিতে কান্দিতে) আমি ত মরে আছি। মহারাজ, আমাকে মেরে সন্তুষ্ট হন তাই করুন। (উচ্চৈঃস্বরে) হে ধর্ম্ম, তুমি সাক্ষী।

বিক্র। (মনোহরের প্রতি) তুমি আর রাজকন্যার হয়ে অনুরোধ করও না।

মনো। সত্যসখাকে নির্ব্বাসিত করলে রাজকন্যা বড় মনোবেদনা পাবেন।

বিক্র। কি করি ধর্ম্মের অনুরোধ। হেমলতা, তোমার আর কোন কথা বলবার প্রয়োজন নাই। সত্যসখা নির্ব্বাসিত হবে।

সত্য। মহারাজ, আপনকার চরণ হয়ত এই আমার শেষ দেখা। একটী কথা নিবেদন করি, বিশ্বাস করুন আর না করুন—সত্যসখা মহারাজের চির-দাস, সুখে দুঃখে জীবনে মরণে মহারাজের দাস। মহারাজ, এ দাসের এখন এই মাত্র সান্তনা যে মহারাজের প্রাণ রক্ষা করে নির্ব্বাসিত হলেম।

দেব। মহারাজ, ভালরূপ অনুসন্ধান করে যে উচিত আজ্ঞা হয় দেবেন।

বিক্র। যা হয়েছে অন্যায় হয় নাই। এ বিষয়ের এই শেষ।

সত্য। মহারাজ, সভাসদ্বর্গ, করুণাময়ী রাজকন্যে! আপনারা প্রসন্ন হয়ে আমাকে বিদায় দিন।

বিক্র। পরমেশ্বর তোমার দোষ মার্জ্জনা করুন।

সত্য। মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে একটী কথা বলব। মহারাজ, অনুমতি দেন ত দাস কৃতার্থ হয়।

বিক্র। ভাল, যা বলবার তা বল। দেবদাস, শোন কিন্তু ইহার কথায় ভুলে ইহাকে দণ্ড হতে অব্যাহতি দেবার চেষ্টা করও না।

দেব। মহারাজ, বিচারের সময় এ দাস নিস্তব্ধ হয়েছিল, এখনও এ বিষয়ে কোন কথা বলবে না। (স্বগত) এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, অতি ভয়ঙ্কর কিছু, মনে বড় আশঙ্কা হচ্ছে।

সত্য। (জনান্তিকে) মন্ত্রীবর, আপনি দেখে শুনে নীরব হয়েছেন। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলো তবু মহারাজ কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

দেব। (জনান্তিকে) তুমি আমারই মনের কথা বলেছ। সত্যসখা, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, রাজকন্যা—

সত্য। (জনান্তিকে) বলুন।

দেব। (জনান্তিকে) রাজকন্যা যা বলেন তা কি সত্য?

সত্য। (জনান্তিকে) মহারাজ ত বিশ্বাস করলেন না।

দেব। (জনান্তিকে) বিশ্বাসের যোগ্য নয়?

সত্য। (জনান্তিকে) বিশ্বাসের যোগ্য নয়!

দেব। (জনান্তিকে) তবে তুমি নির্দ্দোষী?

সত্য। (জনান্তিকে) ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। আপনকার নিকট আমার শেষ নিবেদন এই, নরাধম মনোহর চিতোর-রাজ্যের কাল হয়ে এসেছে, ইহাকে শীঘ্র রাজ্য হতে দূর করুন। রাজ্যের অন্তরে ক্ষত হয়েছে, আপনিই যদি আরাম করতে পারেন।

দেব। (জনান্তিকে) সম্মুখে উন্মত্ত সাগর। কেমন করে সাঁতরে পার হই? তথাপি চেষ্টা করে ডুবে মরাও শ্রেয়।

হেম। (স্বগত) আহা! একবার দেবদাসের মত মন খুলে দুটো কথা বলতে পারতেম (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

সত্য। (প্রকাশে) আর একটী কথা বললেই হয়, আমার দুঃখিনী মায়ের কেহ নাই, তাকে দেখবেন।

দেব। (প্রকাশে) দয়াবতীর দুঃখে বুক ফেটে যায়, পরের সন্তানে সে পুত্রবতী হয়েছিল, বিধাতা তাও নিলেন। সত্যসখা, দয়াবতীর প্রতি দৃষ্টি রাখব, তার জন্য ভাবিত হইও না।

সত্য। মহারাজ! পরমেশ্বর আপনাকে আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা করুন, চিতোর রাজ্যের মঙ্গল করুন।

বিক্র। আশ্চর্য্য অপরাধী!

সত্য। (হেমলতাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) যেন অতি দীন দুঃখিনী আমারই জন্য। আমি কি জন্মেছিলাম অন্যকে দুঃখী করতে?

হেম। নির্দ্দোষীর নির্ব্বাসন! চিরদিনের নির্ব্বাসন! নির্দ্দোষীর চিরদিনের নির্ব্বাসন! (অস্ফুট রোদন)।

বিক্র। মা, অন্তঃপুরে যাও, তোমার চক্ষের জলে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়।

সত্য। (স্বগত) এ দেখাবার পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হল না? (প্রকাশে) রাজকন্যা রোদন করছেন—এ হতভাগ্যের জন্য রোদন করবেন না।

হেম। (স্পষ্ট করিয়া রোদন) ভাল করতে গিয়ে এই হল।

বিক্র। মা, মা অন্তঃপুরে যাও, ভাগ্যে সকলই ঘটে। সুহাস, প্রমদা, তোমাদের সখীকে অন্তঃপুরে নে যাও।

প্রম। সখি, অন্তঃপুরে চল। যার কপালের ভোগ সেই ভোগে। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

হেম। আহা! এমন বীর কি এ রাজ্যে আর আছে? মহারাজের এমন হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ কি আছে? সে নির্ব্বাসিত হবে! কাঁদছে, চলল, নিরপরাধী কলঙ্কের ভার মাথায় নিয়ে চল্‌ল! চিতোর এমন বীর আর দেখবে না, দেখবে না (রোদন)।

বিক্র। একি? একি? সুহাস, প্রমদা হেমলতাকে এখানে কেন আসতে দিলে?

মনো। মরি! সুকুমারী বালিকা, পরদুঃখে এত কাতর, তোমার চক্ষের জল দেখে কে চক্ষের জল নিবারণ করতে পারে? (কাল্পনিক ক্রন্দন)

বিক্র। মনোহর, তুমিও কাঁদতে আরম্ভ করলে। রক্ষক শীঘ্র অপরাধীকে বাহিরে নেযাও। আমি আর এ দেখতে পারিনে। হা, রাজার কপালে এত থাকে!

সত্য। চির-অন্ধকারে চল্‌লেম, কবে যে মৃত্যু হবে। [নিষ্ক্রমণ।

হেম। (অর্দ্ধস্ফুট ভাবে) গেল, চিতোরের মস্তক এমন হল। নির্দ্দোষী, তবুও দেশান্তরী হয়ে গেলে—গেলে—গেলে, ও-হ-হ! (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন)